দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৩ (পৃঃ ০৬)

গাজীপুর : নতুন উদ্ভাবিত ধানের প্রদর্শনী খামার —ইত্তেফাক

খাদ্যচক্রে ডায়াবেটিক ধান

বীজ বোর্ডের অনুমোদন পেল ধানের নতুন উফশী জাত ব্রি ১০৫ ও ১০৬

গাজীপুর প্রতিনিধি

দুটি নতুন উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। নতুন জাত দুটি হচ্ছে ব্রি ধান১০৫ ও ব্রি ধান১০৬। গতকাল অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় জাতগুলো অনুমোদন করা হয়। এর ফলে ব্রি উদ্ভাবিত সর্বমোট ধানের জাত সংখ্যা দাঁড়াল ১১৩টি। কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্রি'র মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। নতুন উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে ব্রি ধান১০৫ হলো বোরো মওসুমের একটি কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) সম্পন্ন ডায়াবেটিক ধান। ব্রি ধান১০৫-এর শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো সবুজ পাতা, খাড়া ডিগ পাতা, মাঝারি লম্বা ও চিকন দানা যার জিআই এর মান ৫৫.০। কম জিআই হওয়ার কারণে এটি ডায়াবেটিক চাল হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে বলে আশা করছে ব্রি । ব্রি ধান১০৫ এর ধানের গড় ফলন হেক্টরে ৭.৬ টন তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টর প্রতি ৮.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এ জাতের দানার আকার ও আকৃতি মাঝারি সরু ও রং সোনালি। এর জীবনকাল ১৪৮ দিন। ব্রি ধান১০৫-এর অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭.০ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৭.৩ শতাংশ। রান্না করা ভাত ঝরঝরে এবং সুস্বাদু।

ব্রি ধান১০৬ আউশ মওসুমের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত। এর গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪.৭৯ টন যা অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান২৭-এর চেয়ে শতকরা ১৭.৪ ভাগ বেশি। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান১০৬ এর ফলন হেক্টর প্রতি ৫.৪৯ টন পর্যন্ত পাওয়া যায় বলে ব্রি জানিয়েছে। নতুন জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য হলো এটি ঢলে পড়া প্রতিরোধী ফলে গাছ হেলে পড়ে না। ধানের দানা মাঝারি মোটা এবং সোনালি বর্ণের। এ জাতের গড় জীবনকাল ১১৭ দিন। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৭.২ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৫ ভাগ।

দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৩ (পৃঃ ০৩)

অনুমোদন পেল ডায়াবেটিস ধান

গাজীপুর প্রতিনিধি

বোরো মৌসুমে চাষের উপযোগী কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) সম্পন্ন একটি ও রোপা আউশ মৌসুমের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী একটিসহ উচ্চফলনশীল নতুন দুই জাতের ধানের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় বীজ বোর্ড। গতকাল বৃহস্পতিবার বোর্ডের ১০৯তম সভায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) উদ্ভাবিত ব্রি ধান১০৫ ও ব্রি ধান১০৬ জাতের অনুমোদন দেওয়া হয়। এর মধ্যে ব্রি ধান১০৫ জাতে কম জিআই থাকায় সেটি ইতিমধ্যে গবেষকদের মধ্যে ডায়াবেটিস ধান নামে পরিচিতি পেয়েছে। ব্রির সিনিয়র লিয়াজোঁ অফিসার মো. আবদুল মমিন জানান, নতুন উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে সবুজ পাতা, খাড়া ডিগপাতা, মাঝারি লম্বা ও চিকন দানার এ ধানের জিআইয়ের মান ৫৫.০। কম জিআই হওয়ার কারণে এটি ডায়াবেটিস চাল হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে বলে আশা করা যায়। তিনি জানান, ব্রি ধান১০৫-এর ধান পাকার পরও এর গাছ সবুজ থাকে। এ জাতের পূর্ণবয়স্ক গাছের গড়-উচ্চতা ১০১ সেমি। গড় ফলন হেক্টরে ৭.৬ টন তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ৮.৫ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এর জীবনকাল ১৪৮ দিন। এ জাতের ১০০০টি দানার ওজন ১৯ দশমিক ৪ গ্রাম। ব্রি ধান১০৫-এর অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭ শতাংশ এবং প্রোটিনের পরিমাণ ৭ দশমিক ৩ শতাংশ। রান্না করা ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু। তিনি জানান, ব্রি ধান১০৬ আউশ মৌসুমের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী উচ্চফলনশীল ধানের জাত। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পাতার রঙ গাঢ় সবুজ। এ জাতের গাছের গোড়ায় ও ধানের দানার মাথায় বেগুনি রঙ বিদ্যমান। এর গড় উচ্চতা ১২৫ সেমি। এর গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪.৭৯ টন যা অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান২৭-এর চেয়ে শতকরা ১৭.৪ ভাগ বেশি। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান১০৬-এর ফলন হেক্টরপ্রতি ৫.৪৯ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়। নতুন জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি ঢলে পড়া প্রতিরোধী। ফলে গাছ হেলে পড়ে না। ধানের দানা মাঝারি মোটা এবং সোনালি বর্ণের। এ জাতের গড় জীবনকাল ১১৭ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৪.৫ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৭.২ ভাগ এবং প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮.৫ ভাগ। ভাত ঝরঝরে। তিনি জানান, এ জাতের হোমোজাইগাস কৌলিক সারিটি নির্বাচনের পর বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষণা মাঠে তিন বছর এর ফলন পরীক্ষা করা হয় এবং পরে কৌলিক সারিটি আউশ ২০২০-২১ মৌসুমে দেশের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে কৃষকের মাঠে আঞ্চলিক উপযোগিতা যাচাই করা হয়। পরে ২০২১-২২ সালে কৌলিক সারিটি উদ্ভিদ শারীরতত্ত্ব বিভাগের গবেষণায় ঢলে পড়া প্রতিরোধী বলে বিবেচিত হওয়ায় ২০২২-২৩ সালে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের ছয়টি অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে কৃষকের মাঠে মূল্যায়ন করা হয়। এরপর জাতীয় বীজ বোর্ডের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক ফলন পরীক্ষা সন্তোষজনক হওয়ায় কৌলিক সারিটি আউশ মৌসুমের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী উচ্চফলনশীল আউশ ধানের জাত হিসেবে চূড়ান্তভাবে ছাড়করণ করা হয়।

ব্রির নতুন দুই ধানের জাত

the daily observer
We stand for people's rights
Date: 03-03-2023 (Page: 01,02)

A display field of BRRI Dhan-105 developed by Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) in Gazipur. The National Seed Board on Thursday approved the newly developed variety for commercial cultivation. PHOTO: OBSERVER

High-yielding BRRI 105, 106 ready for cultivation

Staff Correspondent

Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) has developed two high-yielding rice varieties - BRRI dhan105 and BRRI dhan106. Of the two varieties, BRRI dhan105 is a low glycemic index (GI) diabetic rice variety suitable for Boro season while BRRI dhan106 is a high-yielding T.Aus rice variety suitable for non-saline tidal areas in Bangladesh.

The National Seed Board on Thursday released these varieties for commercial cultivation in its 109th meeting, held with its chairman Agriculture Secretary Wahida Akter in the chair.

Among others, Director General of BRRI Dr Shahjahan Kabir and other high officials of different organizations were present in the NSB meeting.

With the approval of the new varieties, total number of BRRI developed rice has reached to 113, according to a press release of the BRRI.

It said that among the newly developed varieties, the BRRI dhan105 has green leaf, erect flag leaf, medium slender grain, intermediate leaf senescence, with the GI value of 55.0. So, it is expected to gain wide acceptance as diabetic rice due to its low GI properties.

The plant height of the BRRI dhan105 is 101 cm. The average grain yield of the variety is 7.6 t/ha. SEE PAGE 2 COL 1

High-yielding BRRI 105

FROM PAGE 1

If proper management is provided, it can produce 8.5 t/ha grain yield. The grain size and shape of the variety is medium slender and grain color is golden. Its growth duration is 148 days. The thousand grain weight of this variety is 19.4g. The amylose content of BRRI dhan105 is 27.0 per cent and protein content is 7.3 per cent. The cooked rice is neat and tastes savory, it said.

Meanwhile, the BRRI dhan106 is a high-yielding rice variety suitable for non-saline tidal submergence areas for Aus season. The flag leaf is erect, wide and long, dark green in color. The purple color is present at the base of the plant and the tip of rice grain. The average plant height is 125cm. Its average yield is 4.79 ton per hectare which is 17.4 per cent higher than the check variety BRRI dhan27. If proper management is ensured, it can produce 5.49 ton per hectare yield, it said.

The special feature of the new variety is having lodging tolerance ability. The grain size and shape of the variety is medium bold and golden in color. Its growth duration is 117 days, thousand-grain weight of this variety is around 24.5 grams which will be accepted by the farmers of Barishal regions. Its grain contains 27.2 per cent amylose and 8.5 per cent protein. The cooked rice is fluffy, it added.

After selecting the homozygous breeding lines, the yield performance was tested for three years in the BRRI research field. Then the yield performance of the breeding line was tested in the farmer field of non-saline tidal areas of the country in 2020-21. Later in 2021-22, the breeding line was considered as lodging tolerance in the study of the Plant Physiology Division in BRRI, breeding line was evaluated in six non-saline tidal areas of Bangladesh in 2022-23 under the supervision of Seed Certification Agency. After checking the results of such testing and retesting the NSB team finally decided to release a high-yielding T. Aus variety for cultivation in non-saline tidal areas of Bangladesh.

অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস
সমকাল

তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৩ (পৃঃ ০৬)

উফশী জাতের নতুন দুই ধান

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

উচ্চফলনশীল (উফশী) ধানের নতুন আরও দুটি জাত উদ্ভাবন করেছেন দেশের কৃষি বিজ্ঞানীরা। এ নিয়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) উদ্ভাবিত উফশী ধানের জাত সংখ্যা ১১৩টিতে দাঁড়িয়েছে। রোপা আউশ মৌসুমে অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের চাষাবাদের জন্য উপযোগী উদ্ভাবিত নতুন জাতের নাম ব্রি ধান-১০৬ ও বোরো মৌসুমে চাষের উপযোগী কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স (জিআই) জাতের নাম ব্রি ধান- ১০৫।

বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় জাতগুলো অনুমোদিত হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্রির মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর উপস্থিত ছিলেন।

সমকাল

প্রথম আলো

তারিখঃ ০৩-০৩-২০২৩ (পৃঃ ০৬)

অনুমোদন পেল ধানের নতুন দুটি জাত

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় জাত দুটি অনুমোদন করা হয়। এর ফলে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতসংখ্যা দাঁড়াল ১১৩।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

বোরো মৌসুমে চাষের উপযোগী কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সসম্পন্ন (জিআই) একটি ও রোপা আউশ মৌসুমের অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী একটি—মোট দুটি নতুন উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)। নতুন জাত দুটির নাম দেওয়া হয়েছে ব্রি ধান-১০৫ ও ব্রি ধান-১০৬।

গতকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ১০৯তম সভায় জাতগুলো অনুমোদন করা হয়। এর ফলে ব্রি উদ্ভাবিত ধানের জাতসংখ্যা দাঁড়াল ১১৩। কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ব্রির মহাপরিচালক মো. শাহজাহান কবীরসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষকেরা জানান, নতুন উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে ব্রি ধান-১০৫ হলো বোরো মৌসুমের একটি কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্সসম্পন্ন (জিআই) ধান। যে খাবারের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যত বেশি, তা শরীরের জন্য তত খারাপ। ব্রি ধান-১০৫-এর শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য হলো সবুজ পাতা, খাড়া ডিগ পাতা, মাঝারি লম্বা ও চিকন দানা, যার জিআইয়ের মান ৫৫ দশমিক শূন্য। কম জিআই হওয়ার কারণে এটি ডায়াবেটিক চাল হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ব্রি ধান-১০৫-এর ধান পাকার পরও এর গাছ সবুজ থাকে। এ জাতের ধানের পূর্ণ বয়স্ক গাছের গড় উচ্চতা ১০১ সেন্টিমিটার। গড় ফলন হেক্টরে ৭ দশমিক ৬ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে অনুকূল পরিবেশে হেক্টরে ৮ দশমিক ৫ টন পর্যন্ত ফলন আশা করা যায়। এ জাতের ধানের দানার আকার ও আকৃতি মাঝারি সরু ও রং সোনালি। এর জীবনকাল ১৪৮ দিন। ব্রি-১০৫ জাতের ১ হাজারটি দানার ওজন ১৯ দশমিক ৪ গ্রাম। এই ধানের অ্যামাইলোজের পরিমাণ ২৭ দশমিক শূন্য ভাগ ও প্রোটিনের পরিমাণ ৭ দশমিক ৩ ভাগ। এর ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু।

ব্রি ধান-১০৬ বিষয়ে গবেষকেরা জানান, জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের উপযোগী উচ্চফলনশীল ধানের জাত এটি। এ জাতের ধানের ডিগ পাতা খাড়া, প্রশস্ত ও লম্বা। পাতার রং গাঢ় সবুজ। এ জাতের গাছের গোড়ায় ও ধানের দানার মাথায় বেগুনি রং বিদ্যমান। এর গড় উচ্চতা ১২৫ সেন্টিমিটার। এর গড় ফলন হেক্টরে ৪ দশমিক ৭৯ টন। নতুন এই জাত অলবণাক্ততা জোয়ার-ভাটা অঞ্চলের জনপ্রিয় জাত ব্রি ধান-২৭-এর চেয়ে শতকরা ১৭ দশমিক ৪ ভাগ বেশি ফলন দেবে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান-১০৬-এর ফলন হেক্টরে ৫ দশমিক ৪৯ টন পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব। নতুন জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি ঢলে পড়া প্রতিরোধী, ফলে গাছ হেলে পড়ে না।

ব্রি ধান-১০৬-এর দানা মাঝারি মোটা ও সোনালি বর্ণের। এ জাতের ধানের গড় জীবনকাল ১১৭ দিন। ১ হাজারটি পুষ্ট ধানের ওজন গড়ে ২৪ দশমিক ৫ গ্রাম। ধানের দানায় অ্যামাইলোজের পরিমাণ শতকরা ২৭ দশমিক ২ ভাগ ও প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা ৮ দশমিক ৫ ভাগ। এর ভাত ঝরঝরে।